R N No 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেন্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৬শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬ সাল।
২৫শে জুলাই, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

পুরসভায় পেটোয়া লোক নিয়োগ করা চলবে নাঃ সিপিএম

নিজস্ব সংবাদদাতা : চাকরিতে নিয়োগ সম্পর্কে সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করে জঙ্গিপুর পুরসভায় পেটোয়া লোক নিয়োগ করা চলবে না। আমরা এই দাবিই করে এসেছি। ২৩ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন সি পি আই (এম) পার্টির জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। গত সপ্তাহের জঙ্গিপুর সংবাদে 'সি পি এমের চাপে সরকারী নিয়োগ বানচাল' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে কোন কমিশনারের সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি। সি পি আই (এম) এর পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর পুরসভায় ১৩ দফা দাবি সম্বলিত যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল, তাতে সংকারী নিয়োগ-নীতি অনুযায়ী নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছিল। আসলে পুরসভার বিরুদ্ধে ১৯ দফা অভিযোগ উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হওয়ায় 'নিজেদের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যে কমিশনাররা গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এবং শহরের যুবকদের সি পি আই (এম) দলের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করার জন্য' ওরকম বিবৃতি দিচ্ছেন। জঙ্গিপুর পুরসভা উন্নয়নমূলক কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিগত আর্থিক বছরে উন্নয়ন বাবদ আট লক্ষ টাকা নিতে পারেনি। সেই টাকা বাঁকুড়া পুরসভা নিয়ে গিয়ে শিশু উদ্যান তৈরী করেছে বলেও মৃগাঙ্কবাবু জানান। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বড়শিমূল-দয়ারামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সম্পর্কে কংগ্রেস (ই) দলের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, সেখানকার কংগ্রেস (ই) দলের প্রধান

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েত সমিতির সভায় দক্ষযজ্ঞ

জঙ্গিপুর, ২৫ জুলাই—রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক অফিসে ১৪ জুলাই পঞ্চায়েত সমিতির সভা শুরুর আধ ঘন্টার মধ্যেই দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়। সভাধিপতির ঘরের দরজা-জানালা ভেঙে তছনছ করা হয় এবং সদস্যদের মধ্যে হাতাহাতি হয় বলে জানা যায়। খবরে প্রকাশ, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ওই দিন সভায় যোগ দিতে গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে দরজা ও জানালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দরজা খোলার অনুরোধ জানালে ভেতর থেকে বলা হয় যে, দেরীতে আসার জন্য তাঁদের ঢুকতে দেওয়া হবে না। ইতিমধ্যে তড়িঘড়ি করে গৃহীত একটি প্রস্তাব রেজলিউসন খাতায় লেখা হয়ে যায়। এই সময় ভেতরের ও বাইরের সদস্যদের ধাক্কাধাক্কিতে দরজা ও জানালা ভেঙে যায় এবং একজিকিউটিভ অফিসার হিসাবে উপস্থিত বিডিওকে ভয়ে কাঁপতে দেখা যায়। সেই সময় রেজলিউসন খাতা নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলে এম এল এ বাধা দেন। দুই পক্ষের সদস্যদের মধ্যে বচসা ও পরে হাতাহাতি হয়। শেষে ১৭ জন বিরোধী সদস্য শ্লোগান দিতে দিতে সভাকক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে এসে সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বি ডি ওর কাছে প্রতিবাদ জানান।

প্রধান অপসারিতঃ সম্প্রতি সুতী ১নং ব্লকের আহিরণ গ্রাম পঞ্চায়েত

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

সাগরদীঘি, ২৫ জুলাই—বোথারা ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জনৈক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত মন্ত্রী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাধিপতি প্রমুখের কাছে পাঠানো অভিযোগে প্রধান জানিয়েছেন, বোথারা প্রাইমারী স্কুল সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যকে ৯ কুঃ গম ও এক হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি স্কুল সংস্কার না করেই খরচের কাগজপত্র দাখিল করেছেন। স্থানীয় জনসাধারণ এ ধরনের তছরূপের ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে জানা গেছে।

উন্মুক্ত গণ-মঞ্চ

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ জুলাই—মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে উন্মুক্ত গণ-মঞ্চ স্থাপনের দাবিতে সম্প্রতি এস এফ আই এবং ডি ওয়াই এফ-এর পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলা শাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। সোমবার এ খবর দিয়ে সি পি এম এর জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এখানে এই মঞ্চ স্থাপনের সম্ভাবনা আছে।

মালখানায় মালের হিসেবে গরমিল ?

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ জুলাই—জঙ্গিপুর মহকুমা পুলিশ দপ্তরের কোন একটি শাখায় হিসেবপত্তরে নাকি ব্যাপক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। পুলিশমহল এ সম্পর্কে কিছু জানাতে অস্বীকার করলেও খবর মিলেছে, কোন একজন প্রবীণ পুলিশ অফিসার অবসর নেওয়ার পর আর একজন অফিসার চার্জ বুঝে নিতে গেলে নাকি হিসেবে গরমিলের কথা ফাঁস হয়ে যায়। মালখানায় যে পরিমাণ মালপত্তর থাকার কথা, তা নাকি নেই। ফলে নতুন অফিসার চার্জ বুঝে নিতে পারছেন না। জেলা পুলিশ সুপারকে এ ঘটনার কথা জানানো হয়েছে বলে প্রকাশ।

ক্ষেতমজুর ধর্মঘট

সাগরদীঘি, ২৫ জুলাই—সরকার নির্ধারিত মজুরির দাবিতে চন্দনবাটী গ্রামের ক্ষেতমজুররা গত সপ্তাহে ধর্মঘটের সামিল হয়েছেন। গ্রামবাসী সূত্রে এ খবর পাওয়া গিয়েছে। দেরীতে হলেও ভালো বৃষ্টি নামায় সাগরদীঘি ব্লক এলাকায় পুরোদমে চাষের কাজ শুরু হয়েছে।

এঃ এঃ অফিস ঘেরাও

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ জুলাই—সরকারী নিয়োগ-নীতি কার্যকর করার দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতৃত্বে ফরাক্কা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেনজ অফিস ঘেরাও করা হয়। সি পি এমের একজন মুখপাত্র এ খবর দেন।

পুলিশের খোরাকি

ধুলিয়ান, ২৫ জুলাই—সামসেরগঞ্জ থানার বহরাগাছি এলাকায় পর পর তিনবার ডাকাতির ঘটনা ঘটায় শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। খবরে প্রকাশ, ক্যাম্পের পুলিশ ওই এলাকার অধিবাসীদের জানিয়েছে যে, 'গ্রামের লোকেরা নিয়মিত পুলিশের খাবার না দিলে ক্যাম্প উঠে যাবে।' এখন ওই ক্যাম্পের কনসটেবলরা বহরাগাছি গ্রামের দু'তিনটি পরিবারের কাছ থেকে খাবার নিয়ে যাচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

ফরাক্কায় বি এস এফ

ফরাক্কা ব্যারেজ, ২৫ জুলাই—দুর্গাপুরে নতুন করে সি আই এস এফ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে, ফরাক্কা ব্যারেজে সি আই এস এফ আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এখানে এক কোম্পানী বি এস এফ নিয়োগ করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৬।

১৯৭৯-এর রাজনীতি

১৯৭৯-এর ভারতীয় রাজনীতি পৃথিবীর ইতিহাস রচনায় একটি বিশিষ্ট অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত রহিবে। ক্ষমতাসীন শাসকদলে অনেকদিন হইতে হোমরা-চোমরাদের মধ্যে ঢুঁ মারামারি চলিতেছিল। এই গুঁতা কখনও প্রত্যক্ষে কখনও পরোক্ষে। শ্রীমতী গান্ধীর রায়বেরিলিতে চরম পরাজয় সংঘটনের মূল নায়ক শ্রীরাজনারায়ণ কেন্দ্রে গদীনসীন হইবার কিছুদিনের মধ্যে বিরাগ অর্জন করিলেন। স্বাস্থ্যদপ্তর হইতে তিনি বরখাস্ত হইলেন। আবার চরণ সিং ও প্রধান মন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের বনিবনা হইতেছিল না। কিষাণ সমাবেশে-এর জিগির উঠিল। রাজনারায়ণ-চরণ সিং এক শাক্তশালী ফ্রন্ট হইল। বহু স্তবস্তুতি অন্তে এবং চরণ সিং এর পুনঃ মন্ত্রীত্বলাভে তাহার নিরসন ঘটিল ঠিক, তবে তাহা খুবই সাময়িকভাবে মনে হয়। চরণ-মোরারজির তৎকালীন ফাটল মেরামতের জন্য মধু লিমায়ে, জরজ ফারনানডেজ প্রভৃতির অবদান যথেষ্টই ছিল।

এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, সে সময় 'সবার পরশে পবিত্র' (?) শাসক জনতা দলের প্রথম 'ক্রাইসিস' কাটিয়া গেল যদিচ দীর্ঘদিনের কংগ্রেসী স্বৈরাচারী শাসন বলিয়া যাহা অভিহিত হইয়াছিল এবং তাহার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের দুর্দশামোচনের বহু প্রতিশ্রুতির যে বয়ান প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কথা তাবৎ নেতৃবৃন্দ অতঃপর বিস্মৃত হইলেন এবং কে কাহাকে কিভাবে কুপোকাত করিতে পারেন, সেই সাধনায় রত হইলেন। দেশের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নানা সমস্যাদি 'ডক' নামক স্থানে উঠিল।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ যতই গড়াইতে থাকে, লড়াই ততই তীব্রতার দিকে আগাইয়া চলে। জুলাইয়ে এম পি-দের দলত্যাগ, কংগ্রেস (আই) ও কংগ্রেসের স্বপ্নসাধ, বামপন্থীদের তৎপরতা এবং দেশাই-চরণ-রাম শিবিরের এম-পি সৈন্য সংগ্রহ ও যোধবৃন্দের যুযুধান আস্ফালন—সমস্যা-দীর্ণ হতভাগ্য এই দেশের জনমানসে এক বিচিত্র পরিস্থিতি আনিয়াছে।

প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত চরণ সিং ও মোরারজি দেশাই তাঁহাদের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে প্রস্তুত। চরণ সিং শ্রীমতী গান্ধীর মদত পাইতেছেন। রাম-দেশাই মিলিয়াছেন। প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে হইতে আরও কিছু ঘটিতে পারে। কোন্ শিবির কত যোদ্ধা রাষ্ট্রপতিকে দেখাইতে পারেন, তাহার কৌশল চলিতেছে। সব ছাড়াইয়া যে প্রশ্ন আজ সকলের মনে, তাহা এই যে, ১৯৭৯-এর রাজনীতি কি বাঘা বাঘা রাজনীতিকদের খেল এর অধ্যায় এবং জনগণ যে তিমিরে সেই তিমিরে? জবাব কোথায়?

দক্ষিণের হাতছানি

শ্রীবরুণ রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজ আমরা উটাকামণ্ড দেখতে বের হয়েছি। পূর্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতের সংযোগস্থলে নীলগিরি পাহাড়ের উপর শৈলনগরী উটাকামণ্ড। লোকে আদর করে ডাকে 'উটি'। বালসুন্দরমের গাড়ীতে পথপ্রদর্শক বৈদ্যনারায়ণ, তার মেয়ে পার্বতী আর আমরা তিন বন্ধু বেলা দশটায় কোইম্বাটুর থেকে রওনা হলাম। শহরের মসৃণ পিচঢালা পথ বেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ী সামনের ধোঁয়া ধোঁয়া পাহাড়ের দিকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পড়লাম।

ভবানী নদীর সেতু পার হয়ে আমাদের গাড়ী চক্রাকারে চড়াইয়ের পথ ধরল। প্রথম গিয়ে থামলাম বারলিয়া। সকলে একটি করে ডাবের সদ্ব্যবহার করা গেল। পাহাড়ী রাস্তার দুপাশে কাঁঠাল গাছ।

এবার আমরা এসে পৌঁছালাম দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত শৈলনগরী কুনুরে। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য 'সীম্‌স্ পার্ক'। ১৮৭৪ সালে তৈরী এই বাগান এখন একটি সুন্দর সাজানো বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরিণত হয়েছে। 'সীম্‌স্ পার্কের' কাছেই 'পাস্তুর ইন্‌স্টিটিউট'। এখানে কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ ও অন্যান্য ওষুধ তৈরী হয়। কাছেই নীলগিরির বিখ্যাত ফলের বাগান। একটু দূরে পলুপোকা ও রেশমগুটি চাষের কেন্দ্র। টিপু সুলতানের শিবির দ্রুগ্। কুনুর মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ীটিও বেশ সুন্দর। বেশ সাজানো পরিচ্ছন্ন শহর। বাড়ীগুলো দেখে মনে হয় যেন রঙীন কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কারা পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে দিয়েছে।

আবার উঠ্‌তে শুরু করেছি। এবার সৈন্যাবাস ওয়েলিংটন। তারপর অরুভানকাদু। দার্জিলিংয়ের মতই খেলনা রেলগাড়ী এঁকেবেঁকে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাহাড়ে উঠ্‌ছে। পাথরের রং এবার লাল। পথের দুপাশে যেদিকে তাকাও অজস্র হউক্যালিপ্‌টাস গাছ। আমরা এসে পৌঁছলাম 'কেডি'। এখানে পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে চায়ের বাগান। কেডিতে সূঁচ তৈরীর কারখানা আছে। লাউডলের পাব্‌লিক স্কুলের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়া ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়াল উটাকামণ্ড ট্যুরিষ্ট বাংলোর দরজায়।

পাহাড়ের ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে জঠরের অগ্নিদেব এতক্ষণে বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন। কিন্তু লালঝাণ্ডা উড়িয়ে 'দুর্গ তোরণে কে ঐ শয়ান'? সি-পি-আইয়ের নেতৃত্বে হরতাল।

গত কিস্তিতে এক জায়গায় ভিজাগাপট্টমের উল্লেখ আছে। ওটা 'ভিজিয়ানাগ্রাম' পড়তে হবে। —লেখক

ট্যুরিষ্ট বাংলো বন্ধ। কাজেই বাঁধো গাঠেরিয়া চলো মুসাফির্। মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে সৌখীন বিলাতী হোটেল—দা সপ্রকাশ হোটেল। আমাদের পকেটে রেস্ত কম। তাই মাথা নীচু করে এসে উঠ্‌লাম পথের ধারের হোটেল 'অন্নপূর্ণা লজে'। আজ রবিবার। অসম্ভব ভীড়। সব টেবিল ভর্ত্তি। মিউজিক্যাল চেয়ারের প্রতিযোগিতায় নামা নাচিয়ের মত অনেকক্ষণ নেচেকুদে অবশেষে চেয়ার দখল করলাম।

অনভিজ্ঞ আমাদের এবার খাবার ব্যাপারে জ্ঞানদান করছে পার্বতী আম্মা (মা)। কলার পাতায় যে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করল তার নাম—সাদম্ (ভাত), সম্বর (ডাল), কুট, পরিয়ল, পাচারি, উরগাই, রসম্, তইর (দই) এবং তানিম্ (জল)। এরপর আবার একটি পান। রাজকীয় ভোজন শেষে বিল এল দু'টাকার। দু'টাকা! বারো লিখ্‌তে ভুল করে দুই লিখেছে নাকি? না মশাই, এটা শস্যশ্যামলা পশ্চিমবঙ্গ নয়, এখানে দু'টাকাতেই মিহি চালের ভাত ও উপাদেয় আহার মিলে।

জঠরের হুতাশন শান্ত। এবার নিশ্চিন্তে উটি দর্শন। রেল ষ্টেশনে নেমে অকারণ আনন্দে প্ল্যাটফর্মে একটু পায়চারি করে নিলাম। রেল ষ্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে সরকারী বোটানিক্যাল গার্ডেন। খুবই সুন্দর সাজানো বাগান। বাগানের মধ্যে একটি দু'লক্ষ বছরের পুরোনো 'ফসিল'। নরম কার্পেটের মত ঘাসের আস্তরণ। আর ফুল—অজস্র নয়নাভিরাম। মাসখানেকের মধ্যেই এখানে পুষ্পপ্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা হবে। ফটোগ্রাফাররা পিছু ধাওয়া করেছে, ছবি তুলবে। নাছোড়বান্দা। রবি দাশগুপ্ত ও শ্রীনিবাসনকে এগিয়ে দিলাম। লরেল হার্ডি পোজ নিয়ে দাঁড়ালে ছবি ভালই উৎরাবে।

ঘোড়দৌড়ের মাঠ পেরিয়ে এবার এসে পৌঁছালাম উটি লেকে। লেকের ধারে ঘোড়সওয়ার হয়ে পাহাড়ী রাস্তায় ওঠানামার ব্যবস্থা। দার্জিলিংয়ের 'মল্'য়ের মতই। এবার নাদুস নুদুস শ্রীনিবাসনকে এগিয়ে দিলাম 'জন গিলপিনের' ঘোড়দৌড় দেখার ভরসায়। কিন্তু সে গুড়ে বালি। দিব্যি ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে এলেন আমাদের হিরো।

এবার নৌকাবিহার। পঞ্চ আনাড়ি আমরা বারো টাকা দক্ষিণা দিয়ে দাঁড়ওলা একটি বোট লেকের জলে ভাসালাম। মাথার উপর আকাশচুম্বী পাহাড়চূড়া। পাড়ে সবুজ ঘাসের কার্পেট আর ফুলের মেলা। লেকের জলে নৌকাবিহাররত সবুজ যৌবনের অকারণ উচ্ছ্বসিত হাসি। ২৫/৩০টি বছর কখন অগোচরে যেন জীবন থেকে মুছে গিয়েছে। এলোপাথাড়ি দাঁড় টেনে ক্লান্ত হয়ে অনেক কষ্টে তীরে তরী ভিড়ালাম।

এসে পৌঁছালাম 'দোদাবেটা' (উঁচু শিখর)। এখান থেকে উটি, কুনুর, ওয়েলিংটন, কুণ্ডা—এমন কি দূরের কোইম্বাটুর শহর ও মহীশূর উপত্যকা দেখা যায়।

সন্ধ্যা নামছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরে এসেছি। এবার বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কবি বলেছেন—

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দক্ষিণের হাতছানি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

"একটি দিবস শুধু পরমায়ু
তারি মাঝে শুনে নিতে হবে
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি জলকলতান
বনান্তের আনন্দ মর্মর।"

কিন্তু হায়, দিনের পরমায়ু শেষ হয়ে গেল। অনেক কিছু দেখা বাকী থেকে গেল। কেউ কি আমাদের বলবে না—'পুনরাগমনায় চ'। (চলবে)

শোক সংবাদ

জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়ের মা ২০ জুলাই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর। তিনি পাঁচ পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

সভায় দক্ষযজ্ঞ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধানের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও আর এস পি দলের আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম প্রধান অপসারিত হন এবং ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১২-৭ ভোটের ব্যবধানে কংগ্রেসের ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ নতুন প্রধান নির্বাচিত হন।

নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম

কলকাতা নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়াম প্রাঙ্গণে ২৮ ২৯ জুলাই আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে গ্রামভিত্তিক জওহর শিশু ভবনের সংগঠক ও প্রশিক্ষকদের জন্য। এই উপলক্ষে ২৮ জুলাই থেকে ৭ দিনের জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। —প্রাপ্ত

গঙ্গায় ২৮ কিমি সাঁতার

অরঙ্গাবাদ, ২৫ জুলাই—রুদ্র সংঘ আয়োজিত গঙ্গাবক্ষে ফরাক্কা এল সি টি ঘাট থেকে নিমতিতা বি এস এফ ক্যাম্প ঘাট পর্যন্ত ২৮ কিমি সাঁতার প্রতিযোগিতা ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এ খবর দিয়ে ১৪ আগষ্টের মধ্যে ১৫ টাকা প্রবেশ মূল্য দিয়ে প্রতিযোগীদের যোগদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপ্ত

সাগরদীঘি স্পোর্টস্ এ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত ৪র্থ বার্ষিক ফুটবল টুর্ণামেন্ট (৪৮"×৪২" শীল্ড) শুরু হবে ৭ই অক্টোবর '৭৯। যোগদানের শেষ তারিখ ৪ঠা আগষ্ট '৭৯। যোগাযোগের ঠিকানা :— সম্পাদক, এস এস এ, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

কল অফিস চাই

জঙ্গিপুর, ২৫ জুলাই—দশ বছর ধরে জঙ্গিপুর শহরে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কল অফিস নাই। জোতকমলের কল অফিসটি ছিল শহরের শেষ প্রান্তে, সেটিও সামনের মাস থেকে উঠিয়ে দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিপুরের সাপলাই অফিসটি অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এখন কল অফিসটি উঠে গেলে গ্রাহকদের দুর্গতির সীমা থাকবে না। কাজেই শহরে কল অফিস চাই—এ দাবি সকলের।

শরীকে শরীকে সংঘর্ষ

ধুলিয়ান, ২০ জুলাই—সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুরে গতকাল সি পি এম ও আর এস পি দলের দুই দল সমর্থকের এক সংঘর্ষে সি পি এম দলের চারজন জখম হয়েছেন। পুলিশ আর এস পি দলের একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। জি আর লিষ্ট নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষ ঘটে বলে জানা যায়।

শিক্ষকের বাড়ীতে চুরি

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫ জুলাই—গতকাল রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের শিক্ষক বিনতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী থেকে বাসন-পত্র, অলঙ্কার ও নগদে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা খোয়া গিয়েছে বলে খবর।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চাষীদের ঋণদানের ব্যবস্থা

গত বছর পশ্চিমবঙ্গে বিধ্বংসী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য ব্যাংকের মাধ্যমে অল্প সুদে বা বিনাসুদে ঋণ দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির বাণিজ্যিক ব্যাংক ও গ্রামীণ ব্যাংকগুলি এক নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুযায়ী এই কাজে অগ্রসর হচ্ছেন। এই ব্যাংকগুলির মাধ্যমে বর্গাদার, প্রান্তিক চাষী এবং স্বনিযুক্ত কর্মী সকলেই ঋণের সুযোগ পাবেন।

বর্গাদাররা চাষবাস সংক্রান্ত যে কোন রকম কাজ অর্থাৎ চাষের জন্য জমির উন্নয়ন, সেচের জন্য কূপ খনন বা গভীর করা, গরু-মহিষ কেনা বা গরু-মহিষ প্রতিপালন, মুরগী পালন বা মাছ এবং কীটচাষ ইত্যাদি যে কোন কাজের জন্যেই ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

প্রান্তিক চাষীরা চাষের জন্য ঋণ পাবেন। জমির উন্নয়ন, দ্বিতীয় ফসল ফলানো, জমির পাকাপাকি উন্নতি, জলের জন্য পাম্পসেট, চাষের যন্ত্রপাতি গরু মহিষ-মুরগী প্রতিপালন, মাছ ও কীট চাষ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে তাঁরা ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

স্বনিযুক্ত কর্মী অর্থাৎ যাঁরা উৎপাদনশীল পেশা/ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত এবং যাঁদের শহরে বা আধাশহরে পারিবারিক বার্ষিক আয় ৫,০০০ টাকা বা গ্রামাঞ্চলে ৩,০০০ টাকার বেশী নয় তাঁরাও এই অল্প সুদের ঋণ গ্রহণের অধিকারী। তাঁরা প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনা, চালু যন্ত্রপাতি মেরামতি বা উন্নয়ন, কাজের ঘর সারানো, কাজ চালানো মূলধনের জন্য ঋণ পাবেন।

উপরোক্ত শ্রেণীর কর্মীরা আঞ্চলিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করলে সুদের ওপর ভরতুকি পাবেন। ঋণগ্রহীতা ঋণের ওপর সুদে ভরতুকি পাবেন কিনা তা স্থির করবেন ঋণ প্রতিষ্ঠান। ভরতুকি পাবার জন্য বর্গাদারদের রাজ্য সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের দলিল অর্থাৎ পর্চা দাখিল করতে হবে।

প্রান্তিক চাষীদের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রচাষী উন্নয়ন সংস্থা বা রাজ্য সরকারের অনুমোদিত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ তার জমির পরিমাণ সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিবেন। স্বনিযুক্ত কর্মীরা তাঁদের পারিবারিক আয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দাখিল করবেন।

বর্গাদার ও প্রান্তিক চাষী তার ঋণের জন্য দেয় সুদের সবটাই ভরতুকি হিসেবে পাবেন। স্বনিযুক্ত কর্মীরা পাবেন দেয় সুদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ।

ইণ্ডিয়ান ব্যাংকস অ্যাসোসিয়েশন এবং এগ্রিকালচারাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন লিঃ এ ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

সকলের প্রিয় এবং
বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর
শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা
মুর্শিদাবাদ

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

বহরমপুর—ফরাক্কা ও
বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজারভ দেওয়া হয়)

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর
(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয়
ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

এ পক্ষের চাষবাস

১লা—১৫ই শ্রাবণ

ধান ঃ

সারা পক্ষ ধরেই আমন ধানের চারা রোয়া চলবে। জমি তৈরীর সময় শেষ চাষের আগে জলদি জাতের অধিকফলনশীল ধানের ক্ষেতে একরে ৫ কেজি নাইট্রোজেন, ১০ কেজি ফসফেট ও ১০ কেজি পটাশ, মাঝারি ও নাবি জাতের ক্ষেতে একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন, ১২ কেজি ফসফেট ও ১২ কেজি পটাশ দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন। জলদি ও মাঝারি জাতের চারা ২০ সে মি × ১০ সে মি (৮" × ৪") এবং নাবি জাতের চারা ২৩ সে মি × ২৩ সে মি (৯" × ৯") দূরত্বে সারিতে রুইতে হবে। চারা ৫ সে মির (২") বেশী গভীরে রুইবেন না। চারা রোয়ার সময় জমিতে ছিপছিপে জল থাকলেই চলবে। চারা রোয়ার ১০ দিনের মাথায় চাকা নিড়ানী বা হাত দিয়ে আগাছা তুলে দিন এবং মাটি ঘেঁটে দিন।

পাট ঃ

পাটের ক্ষেতে রোগ বা পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে সঠিক মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করুন। যাঁরা পাট কেটে আমন ধানের চাষ করবেন, তাঁরা গাছে ফুল এলে এখনই পাট কেটে নিতে পারেন।

আখ ঃ

ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখুন। শুকনো পাতা ছাড়িয়ে দিন। গাছের গোড়ায় মাটি তুলে ভেলী বেঁধে দিন। রোগ-পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে ওষুধ ব্যবহার করুন।

ডাল ঃ

এ পক্ষেও অড়হর, কলাই, মুগ ইত্যাদি ডালের চাষ শুরু করতে পারেন। আগে বোনা ডালের ক্ষেতে বিছা বা লেদা পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করলে ওষুধ ছিটান

শাক-সবজী ঃ

এ পক্ষে মাঝারি জাতের ফুলকপি ও জলদি জাতের ট্যমাটোর চারা তৈরীর জন্য বীজতলায় বীজ ফেলুন। পাটনা মেইন ক্রপ, বেনারস মেইন ক্রপ, জলদি স্নোবল ইত্যাদি মাঝারি জাতের ফুলকপি।

ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

পেটোয়া লোক নিয়োগ করা চলবে না (১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্যাত্রাণের প্রায় এক লক্ষ টাকা তছরূপ করেছেন। এ ব্যাপারে এনফোরসমেন্ট বিভাগ পঞ্চায়েতের খাতাপত্র আটক করেছেন এবং মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। পঞ্চায়েতের নিয়মকানুন উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট প্রধান দলীয় সদস্যদের বাড়ীতে বাড়ীতে সভা করেছেন। এ সম্পর্কে তদন্তের পর বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জেলা শাসকের কাছে নোট পাঠিয়েছেন। সি পি আই (এম) দল কোন সময়েই গুণ্ডামি করেনি, উলটে মার খেয়েছে। মামলার জন্য উন্নয়নের কাজ স্থগিত আছে।

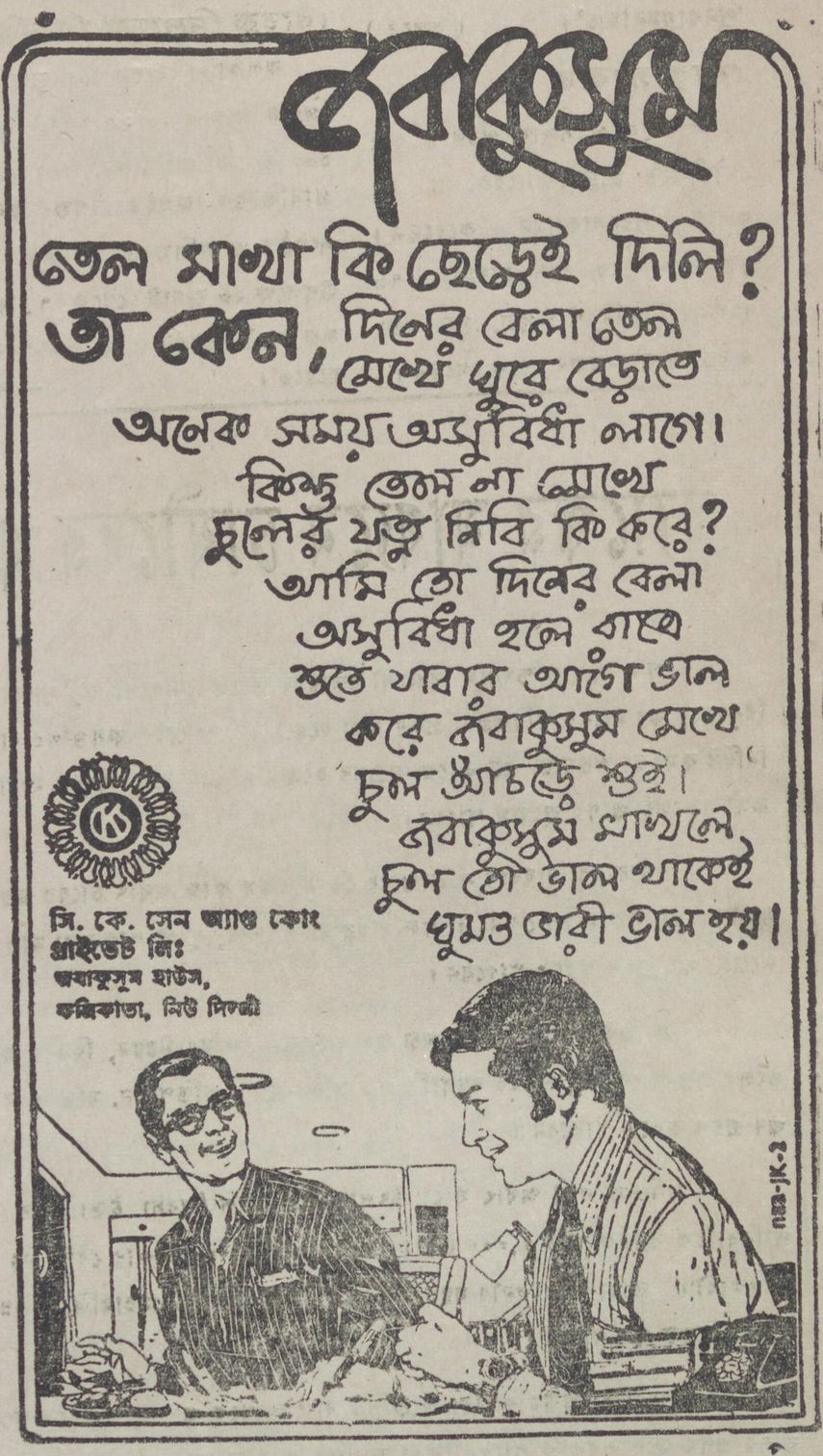

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

*"The quality is never an accident,
But it is always the result of
an important efforts"*

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

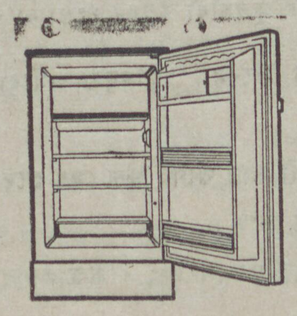

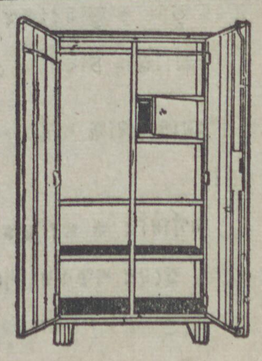

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১